রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১, ২০১৭

৪র্থ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ

Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

May, 2017

GI Journal No. 02

Published on :

Price :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদন পত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি. আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি. আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদন পত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদন পত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনের পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা

(১) সকল আবেদন পত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদন পত্রের কাগজ ও কালী পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদন পত্রে স্বাক্ষর

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা :—

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি—

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ “স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক” অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত “শিল্প মানদণ্ড” থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতিটি আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-০২

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং-২ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "বাংলাদেশ ইলিশ" যা শ্রেণি ২৯ ও ৩১ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

আবেদনকারীঃ মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ঠিকানাঃ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

ভৌগোলিক নির্দেশকঃ "বাংলাদেশ ইলিশ"

শ্রেণিঃ ২৯ ও ৩১

ক) **আবেদনকারীর নামঃ** মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

খ) **ঠিকানাঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ** প্রয়োজন অনুসারে প্রদান করা হবে।

ঘ) **প্রকারঃ** বাংলাদেশে মোট ০৩ প্রজাতির ইলিশ পাওয়া যায়।

১. Tenualosa ilisha (ইলিশ)
২. Tenualosa toli (চন্দনা ইলিশ)
৩. Hilisa Kelee/kanagurta (গুর্তা/কানাগুর্তা ইলিশ)

Tenualosa ও *Hilisa* গণের মাছ ছাড়াও ইলিশা *(Ilisha)* গণের ৪ প্রজাতির মাছ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায়।

১. *Ilisha elongata* (রামগাছা/রামচৌককা)
২. *Ilisha melastoma* (পেতি চৌককা)
৩. *Ilisha megaloptera* (চৌককা/চৌককা ফাইসা)
৪. *Ilisha filigera* (Coromandel ilish)

ঙ) স্পেসিফিকেশনঃ ইলিশ মাছ (Hilisa Shad, *Tenualosa ilisha*)

টর্পেডো আকৃতির রূপালি রংয়ের মাছ, তবে পৃষ্ঠদেশে কিছুটা কালচে আভা আছে। ইহার পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ প্রায় সমভাবে উত্তল। পোনা (জাটকা) অবস্থায় গায়ে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি কালো দাগ থাকতে পারে। ইলিশ মাছের পৃষ্ঠ পাখনায় ১১–১৬ টি শাখাযুক্ত রে থাকে। বক্ষ পাখনায় ১৫ টি, পেলভিক পাখনায় ৮ টি এবং এনাল পাখনায় ১৪–২৪ টি নরম শাখাযুক্ত রে থাকে।

- বক্ষ স্কিউটস (বক্ষ কাটা) এর সংখ্যা ৩০–৩৩ টি
- গিল আর্চের নীচের অংশে ১০০–২৫০ টি গিল রেকার আছে
- পুচ্ছ পাখনা অপেক্ষাকৃত বড়
- গিল ওপেনিং এর পরে একটি কালো দাগ এবং পরে বিশেষভাবে কিশোর ইলিশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কালো দাগ থাকে
- গুচ্ছ লোব মাথার মত লম্বা
- উপর এবং নীচের চোয়াল সমান
- পার্শ্ব রেখায় আঁইশের সংখ্যা ৪০-৫০ টি
- ইলিশের মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য ৮৪.২%, ফর্ক দৈর্ঘ্য ৮৭.৮%; প্রিএনাল ৫৯.৮%; প্রি-ডরসাল ৩৬.১%; প্রিপেলভিক ৩৭.৬%; প্রি-পেকটোরাল ২২.৪%; বডি ডেপথ্ ২৭.৫%; হেড ২২.০% এবং প্রি-অরবিটাল লেন্থ ও আই ডায়ামিটার যথাক্রমে হেডলেন্থ এর ১৬.৯ ও ১৯.২%।

| **Scientific Classification:**

According to Nelson (1994)

Phylum – Chordata
Subphylum – Vertebrata
Superclass – Gnathostomata
Grade – Teleostomi
Class – Actinopterygii
Subclass – Neopterygii
Division – Teleostei
Superorder – Clupeomorpha
Order – Clupeiformes
Suborder – Clupeoidei
Family – Clupeidae
Subfamily – Alosinae
Genus – *Tenualosa*
Species – *Tenualosa ilisha* (Hamilton and Buchanan)

চ) ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "বাংলাদেশ ইলিশ"

ছ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ** ইলিশ বলতে প্রাক্তন Hilsa গণের মাছকে বুঝায়। এ মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারের Alosinae উপ-পরিবারের *Tenualosa* গণের অন্তর্ভুক্ত *Tenualosa ilisha* প্রজাতিটিকে বুঝাবে (Fischer and Bianchi, ১৯৮৪)। ইলিশ (Hilsa^{BD}), বাংলাদেশের পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকার প্রধান প্রধান নদ-নদী এবং তৎসংলগ্ন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমায় পরিভ্রমণশীল মাছ। ইহা মাঝারী আকারের হেরিং জাতীয় মাছ। ইহার সর্বোচ্চ আকার লম্বায় ৬৩ সেমি এবং ওজনে ৩৩০০ গ্রাম হতে পারে। তবে সচরাচর ২০০০ গ্রাম ওজনে পৌঁছানোর পূর্বেই জেলেদের জালে ধরা পড়ে যায়। টর্পেডো আকৃতির রূপালী রংয়ের মাছ, তবে পৃষ্ঠদেশে কিছুটা কালচে আভা আছে। ইহার পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ প্রায় সমভাবে উত্তল। পোনা (জাটকা) অবস্থায় গায়ে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি কালো দাগ থাকতে পারে।

জ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের এলাকা এবং মানচিত্রঃ** বাংলাদেশের পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকার প্রধান প্রধান নদ-নদী এবং তৎসংলগ্ন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমা ইলিশ উৎপাদনের ভৌগলিক এলাকা। দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা ও উপ-নদীতে একসময় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে দেশের প্রায় ১০০টি নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যায় এবং প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ (নিম্নাংশ), ধর্মগঞ্জ, নয়াভাংগানি এছাড়াও বিষখালী, পায়রা, রূপসা, শিবসা, পশুর, কচা, লতা, লোহাদিয়া, আন্ধারমানিক, কারখানা নদীসহ আরও অনেক নদী এবং মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল। এ সকল এলাকায় প্রায় সারা বৎসর ইলিশ ধরা পড়ে। নিম্ন পদ্মায় ইলিশের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করাসহ ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে পদ্মা নদীতে ইলিশের প্রাপ্যতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান নদ-নদী, মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকায় ডিম ছেড়ে থাকে। মেঘনা নদীর ঢলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলভীর চর ও কালির চর এলাকাকে ইলিশের প্রধান ৪টি প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার সমন্বিত আয়তন প্রায় ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার। এ সকল এলাকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পরিপক্ক মাছ ডিম নির্গত করার জন্য সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় প্রবেশ করে। এ সময় পানি খুব ঘোলাটে ও প্রবল জোয়ার ভাটা থাকে। ৪টি প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ও ভৌগোলিক অবস্থা নিম্নরূপ :

- ঢলচর দ্বীপ (চর ফ্যাশন, ভোলা): প্রায় ১২৫ বর্গ কি.মি. (২১°৪২´-২১°৫৫´ উ এবং ৯০°২০´- ৯০°৫৩´ পূ)
- মনপুরা দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা: প্রায় ৮০ বর্গ কিলোমিটার (২২°০০´ - ২২°১৫´ উ এবং ৯১°১২´ - ৯১°২০´ পূ)
- মৌলভীর চর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা: প্রায় ১২০ বর্গ কিলোমিটার (২১°৫৩´ - ১২°০৩´ উ এবং ৯১°১৭´ - ৯১°২৭´ পূ)
- কালিরচর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা: প্রায় ১৯৪ বর্গ কিলোমিটার

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের এলাকার মানচিত্র জার্নালের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

ঝ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি):** ১৮২২ সাল থেকে ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে জড়িয়ে আছে। জাতীয় মাছ ইলিশ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমীষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্য এবং লোকজ সংস্কৃতিতে ইলিশ মাছের স্বাদ, খাওয়ার পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ইলশে গুঁড়ি' কবিতা এখনও আমাদেরকে আলোড়িত করে। প্রাচীনকালে লোকজনের বিশ্বাস ছিল যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের দুর্গা পূজার দশমির দিন হতে মাঘ-ফাল্গুন মাসের শ্রী পঞ্চমী (সরস্বতীর পূজার দিন) পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা এবং খাওয়া বন্ধ রাখা হলে এ মাছ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের সুনাম, শক্তি, দীর্ঘ জীবন এবং মহিমা বা গৌরব বৃদ্ধি পায়। মানিক বন্দোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস "পদ্মা নদীর মাঝি" এর বিষয়বস্তু থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রমত্তা পদ্মা এক সময় ইলিশ মাছে ভরপুর ছিল।

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১০% এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৮৭ লক্ষ মে.টন (২০১৪-১৫) যার বাজারমূল্য ১৫,৪৮০ কোটি টাকা। জিডিপিতে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১%। বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে (নদ-নদীর নাব্য হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, নির্বিচারে জাটকা নিধন ও অধিকমাত্রায় ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ) ইলিশের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। জাটকা এবং প্রজননক্ষম ইলিশ ধরা নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে গবেষণা পরিচালিত হয়। এছাড়া পূর্বোক্ত প্রায় ২০ বছরের গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০১ সালে Hilsa Fisheries Management Action Plan (HFMAP) প্রণীত হয় যা DoF ও MoFL এর সহায়তায় ২০০৩-০৪ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

কর্মসংস্থানেও ইলিশ মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের ৪০টি জেলার প্রায় ১৪৫টি উপজেলার ১৫০০টি ইউনিয়নের ৪,৫০,০০০ জেলে ইলিশ মাছ ধরে থাকে। উক্ত জেলেদের মধ্যে গড়ে ৩২% সার্বক্ষণিকভাবে এবং ৬৮% খণ্ডকালীন সময়ে ইলিশ মাছ আহরণ করে। ইলিশ ধরা ছাড়াও বিপণন, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি, জাল-নৌকা তৈরী ইত্যাদি কাজে সার্বিকভাবে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ লোক জীবন-জীবিকার জন্য এ মাছের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের ইলিশ বংশগতভাবে (জেনেটিক্যালি) স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ঞ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি :**

বাংলাদেশের পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকার প্রধান প্রধান নদ-নদী এবং তৎসংলগ্ন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলসীমা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির ফাঁসজালের সাহায্যে প্রধানত ইলিশ আহরিত (উৎপাদিত) হয়। জাটকা ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জাল, বেড়জাল, ফাঁস বা কারেন্ট জাল, পোয়া জাল, বেহুন্দী জাল প্রভৃতি প্রধান। বিভিন্ন

প্রকার জালের মধ্যে জগৎ বেড় জালে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, কারেন্ট জালে শতকরা ৪০ ভাগ এবং বেহুন্দী বা বাধা জালসহ অন্যান্য জালে শতকরা ১০ ভাগ জাটকা ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবর্তিত (Introduced) জোয়ারের সময় ডুবন্ত চরের চারপাশ জাল দ্বারা ঘেরাও করে (চরঘেরা জাল) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদ-নদীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। ইলিশ মাছ সারা বছরই কম-বেশি প্রজনন করে থাকে তবে সবচেয়ে বেশি প্রজনন করে অক্টোবর মাসের (আশ্বিন/কার্তিক) বড় পূর্ণিমার সময়। এসময় শতকরা প্রায় ৬০–৭০ ভাগ ইলিশ মাছই পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী অবস্থায় থাকে। আর এ সময়েই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ (মোট ধৃত মাছের ৫০–৬০%) মাছ ধরা পড়ে। সাধারণত ১+ বৎসর বয়সে ইলিশ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে।

ইলিশ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য ইলিশ মাছ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ও ইলিশ মাছ গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছের উৎপাদন সহনশীল পর্যায়ে বজায় রাখতে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন-অভয়াশ্রম ঘোষণা, প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ ও জাটকা সংরক্ষণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুম আশ্বিন মাসে প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন ও পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন মা ইলিশ আহরণ, মজুদ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের অবাধ প্রবেশন নিশ্চিতকরণের জন্য ৫টি নির্দিষ্ট এলাকা জুভেনাইল ইলিশ (জাটকা) এর জন্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সারা দেশে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ এবং অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকাগুলোয় নিম্নবর্ণিত সময়ে জাটকাসহ সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ।

	অভয়াশ্রমের নাম	মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়
০১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কি.মি. এলাকা)	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে বৈশাখ)
০২	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কি.মি. এলাকা)	ঐ
০৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তমপুর (তেতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কি.মি. এলাকা)	ঐ
০৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. এলাকা	নভেম্বর-জানুয়ারি (মধ্য কার্তিক হতে মধ্য মাঘ)
০৫	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া হতে ভেদরগঞ্জ পর্যন্ত (পদ্মা নদীর নিম্নাংশে ২০ কি.মি. এলাকা)	মার্চ ও এপ্রিল (মধ্য ফাল্গুন হতে বৈশাখ)

অনন্য বৈশিষ্ট্য

ইলিশ মাছ স্বাদে ও ঘ্রাণে উৎকৃষ্ট ও অতুলনীয়। বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু মাছ ইলিশ। এ মাছ খাদ্য উপাদান এবং খাদ্যমানেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ, চর্বি ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছের চর্বিতে প্রায় ৫০% অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে। উক্ত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের প্রায় ২% ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড যা মানুষের দেহের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে হৃদরোগ উপশম করে। ইলিশ মাছের আমিষে ৯ ধরনের এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় যা মানুষের পাকস্থলী উৎপাদন করতে পারেনা। এছাড়া এ মাছে রয়েছে উচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি। ইলিশের তেলে উচ্চ পরিমাণে ভিটামিন "এ, ডি" এবং অল্প পরিমাণ "বি" মেলে। ইলিশের কিছু ঔষধি গুণ (যেমন Fish demulcent/Soothing, Stomachic, Phlegmatic, Carminative) আছে। ইলিশ মাছের যকৃতে ১২০ আই, ইউ পর্যন্ত ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। এ মাছে গড়ে ৫৩.৭ ভাগ পানি, ১৯.৪ ভাগ চর্বি, ২১.৮ ভাগ আমিষ এবং অবশিষ্ট পরিমাণ খনিজ থাকে। ইলিশ হতে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ খাওয়া উপযোগী মাছ (Flesh) পাওয়া যায়। ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ এ মাছের তেলের পরিমাণ এবং ধৃত স্থানের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ছোট একটি ইলিশ নিঃসৃত সুগন্ধি পার্থিব অনেক সুগন্ধিকেই হার মানায়। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের মোট আহরিত ইলিশের ৭৫% বাংলাদেশ, ১৫% মায়ানমার, ৫% ভারত এবং ৫% অন্যান্য দেশের। যদিও বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিছু পরিমাণ ইলিশ উৎপাদিত হয়, তবে বাংলাদেশের ইলিশ স্বাদে ও ঘ্রাণে অনন্য।

(ট) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষঃ** বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্স কাউন্সিল (বিএআরসি) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত কর্তৃপক্ষ এই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের গুণগতমান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাপূর্বক ছাড়পত্র প্রদান করবেন।

বাংলাদেশে ইলিশের বিচরণ ও উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা

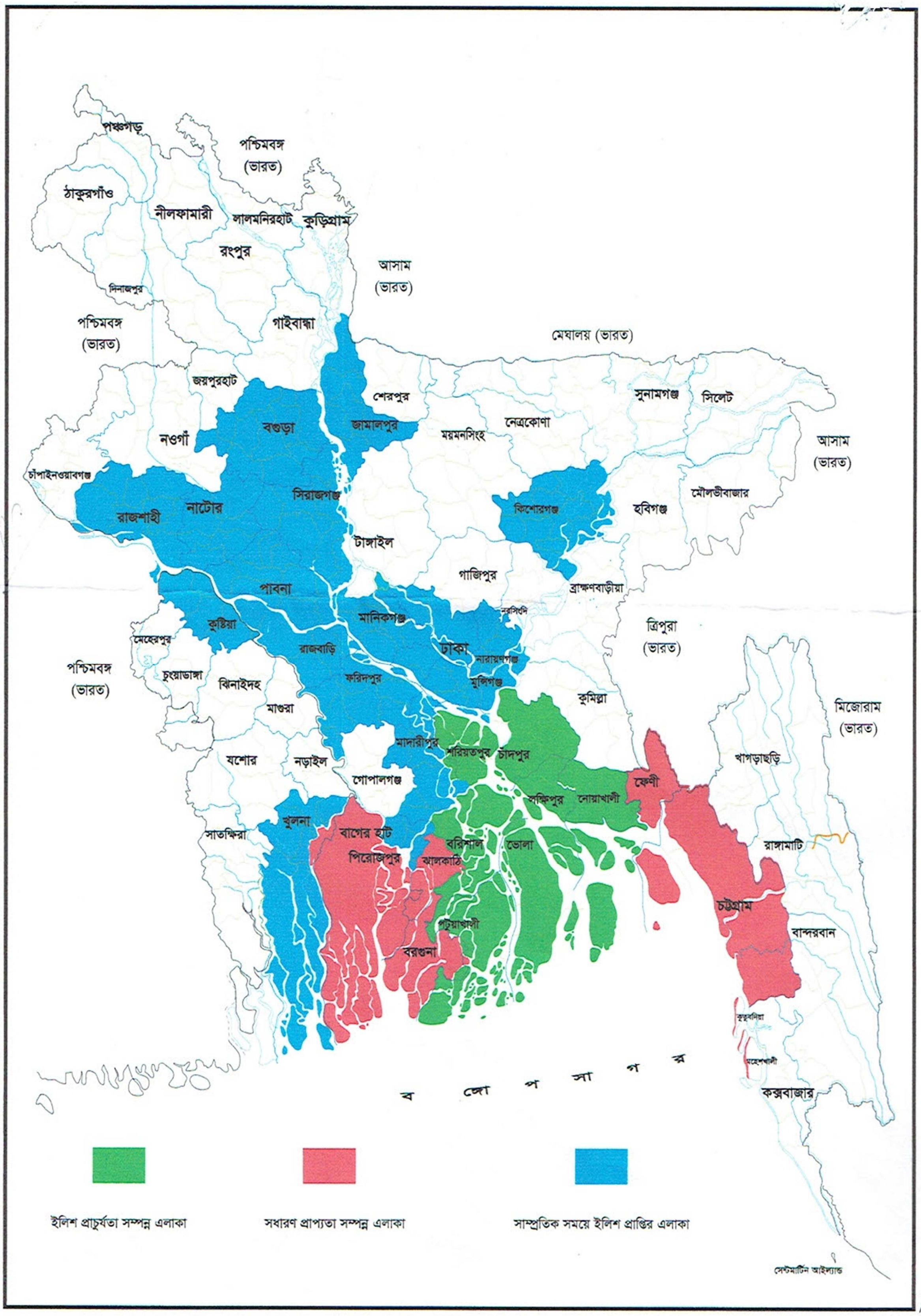

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hasanat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kustia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only